কে. এল. কাপুর ফিল্মসের
বিকালে ভোরের ফুল

আর. এন. মালহোত্রা এবং
রাজা কাপুর প্রযোজিত
কে. এল. কাপুর ফিল্মসের
নিবেদন

বিকালে ভোরের ফুল

চিত্রনাট্য। সংলাপ। পরিচালনা
পীযূষ বসু

সংগীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মূলকাহিনী
সমরেশ বসু

আলোকচিত্র পরিচালনা
কানাই দে
আলোকচিত্র গ্রহণ
মধু ভট্টাচার্য
সম্পাদনা
বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা
সুবোধ দাস
গীতিকার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্মসচিব
রতন চক্রবর্তী
রূপসজ্জা
গোপাল হালদার

সাজসজ্জা
সিনে ড্রেস। দাশরথি দাস

পটশিল্পী
প্রবোধ ভট্টাচার্য
কেশ বিন্যাস
লেডিস বিউটি কর্ণার

স্থির চিত্র
এড্না লরেঞ্জ

পরিচয়লিপি
বিকেসি

শব্দগ্রহণ
অনিল দাশগুপ্ত। প্রবীর মিত্র
অতুল চট্টোপাধ্যায়
সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনঃর্যোজনা
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে
পরিস্ফুটিত।

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ
টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও (প্রাঃ) লিঃ
ও
স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ
সোসাইটি লিঃ

আলোকসম্পাত
প্রভাস ভট্টাচার্য। ভবরঞ্জন দাস
সুভাষ ঘোষ। তারাপদ মান্না
সুনীল শর্মা। কালী কাঁহার
রামদাস কুঁহার। হংসধ্বজ
শম্ভু ব্যানার্জী। নিতাই শীল
হরিপদ হাইত। গুণনিধি ল্যাংকা
শৈলেন দত্ত। জগু সিংহ

পরিস্ফুটন
বীরেণ গুহ বিশ্বাস। অবনী রায়
অবনী মজুমদার। ফণী সরকার
রবীন ব্যানার্জী

নেপথ্য-কণ্ঠসংগীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আরতি মুখোপাধ্যায়
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অমল মুখোপাধ্যায়
পিন্টু ভট্টাচার্য

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা
অজিত চক্রবর্তী
জয়ন্ত বসু। সুজয় দত্ত
সংগীত
সমরেশ রায়
অমল মুখোপাধ্যায়
আলোকচিত্র গ্রহণ
বিমল চৌধুরী

সম্পাদনা
রবীন সেন
সুনীত সাহা
চিত্ত দাস

শিল্পনির্দেশনা
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাজসজ্জা
নিমাই দাস
দিলীপ চক্রবর্তী

রূপসজ্জা
শম্ভু দাস

ব্যবস্থাপনা
যতীন মুখার্জী
লক্ষ্মীকান্ত দত্ত

শব্দগ্রহণ
রথীন ঘোষ
কালিদাস
মহাদেব পাল

সংগীতগ্রহণ। শব্দপুনঃর্যোজনা
বলরাম বারুই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকার
শ্রীরতনলাল সারোগী
সর্দার মাখন সিংহ
শ্রীঅরুণ মজুমদার (দীঘা)
পশ্চিমবঙ্গ সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগ
দীঘা টুরিষ্ট লজ
ডাইরেক্টরেট অফ্ ট্যুরিজম্
পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগ
এবং
দীঘার অধিবাসীবৃন্দ

বিকালে ভোরের ফুল

কলাকুশলী

রূপদানে

উত্তমকুমার
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত
রবি ঘোষ
কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়
তরুণ রায়
পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়
গীতা দে
বনানী চৌধুরী
কৃষ্ণা রায়
তপেন চট্টোপাধ্যায়
অতি দাস
রসরাজ চক্রবর্তী
সুপ্রিয় সরকার
গোপেন মুখার্জী
নিমু ভৌমিক
অলকা গাঙ্গুলী
পলি ব্যানার্জী
কল্যাণী অধিকারী
সুজাতা দত্ত
ইলা রায় চৌধুরী
রুনু মিত্র
মালা দাস
শ্যামলী মিত্র
কল্যাণী দাশগুপ্ত
তনুশ্রী বসু
সোমা মুখার্জী
শর্মিলা দাস
লীনা ডাওয়াল
জয়শ্রী ব্যানার্জী
নীলিমা সেন
মোম মুখার্জী
শর্মিলা রায়
দিলীপ বসু

সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
দীপক রবসন। ফকির দাস
শিবাজী দেওয়ানজী
নির্মল ঘোষ। সাধন দাশগুপ্ত
তারক চ্যাটার্জী
ননী চ্যাটার্জী। নীহার চক্রবর্তী
প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী
ভবতোষ ব্যানার্জী (গ্রাঃ)

প্রচার পরিকল্পনা
বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

বিশ্ব পরিবেশনা
কে. এল. কাপুর ডিস্ট্রিবিউটর্স
১১ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ
কোলকাতা ৭০০০১৩

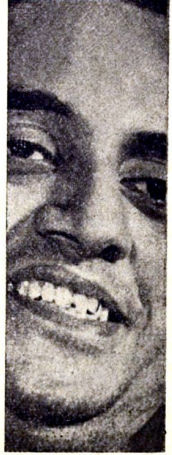

বিকালে ভোরের ফুল কাহিনী

এই উত্তর-তিরিশ, চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সেও অনিশ মিত্র একা।
অনিশ ইঞ্জিনীয়ার বটে, আসলে সে কিন্তু সাহিত্যিক।
আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। এছাড়া ভারতীয় সঙ্গীত
সম্পর্কে তাঁর ধারনা মোটামুটি স্বচ্ছ।
বিয়েটিয়ের কথা ভাববার মতো সময় নেই অনিশের। নিজের
পড়াশোনা এবং কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে বরাবর। সবকিছু
থেকেও নিজের চার পাশের জগতটার মধ্যে শূন্য হয়ে আছে
অনিশ মিত্র। পটভূমি ক'লকাতা, তাঁর কাছে ক্রমশঃ একঘেয়ে
হয়ে উঠছে। কোলাহল, কর্মব্যস্ততা, সভা-সমিতি, মিছিল—
গাড়ীর কাঁচের মধ্যে অস্পষ্ট হ'তে হ'তে মিলিয়ে যায়।
সামনে অনন্ত সমুদ্র, অশেষ ঝাউবন, উইকএণ্ড এ
অবকাশ কাটানোর জন্য জায়গাটা অনেকেরই পছন্দ। অনিশের ভালই লাগছে দীঘায় এসে।
ঘর থেকে সে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে। আবহাওয়াটা ভারি স্নিগ্ধ আর মিষ্টি।
সবচেয়ে ভালো লাগছে এখানকার নীরবতা।
অনিশ দেখল সমুদ্রের ধার দিয়ে যেন একটি মিছিল এগিয়ে আসছে। সে সরে দাঁড়াল একপাশে।
তারপর মিছিলের উজানে, ধার দিয়ে ধার দিয়ে এগিয়ে চললো। দেখে মনে হচ্ছে এরা সব ছাত্র-ছাত্রী।
বেশ হাসি খুশি। ছেলে আর মেয়েদের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে
অনেকেই চোখ ভরে দেখছে তাঁকে। "ন্যাখ, দ্যাখ, ফিগারটা ঠিক উত্তমকুমারের মত।"
মন্তব্য শুনে অনিশের হাসি পেল। মনে মনে বলল : 'বেশ বালিকাগণ তোমাদের যদি মনে হয়,
তবে তাই।' মেয়েদের সারি থেকে বেরিয়ে এলেন একজন। অনিশ অবাক। আপনি!
অনিশ থমকে দাঁড়ায়। মহিলা চেনা। নাম তার সীতা রায়।
জানালেন ছেলে-মেয়েদের ইণ্টার কলেজ ক্যাম্প হচ্ছে এখানে। যথারীতি আমন্ত্রণ। একজন মহিলার
অনুরোধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। অনিশকে আসতে হ'ল
ছাত্রীদের ইণ্টার কলেজ ক্যাম্পের সান্ধ্য ঘরোয়া বৈঠকে। একসময় তাঁর চোখের পাতা স্থির।
টুকু সেই চোখের পাতা নামালো। মনে মনে ভাবলো অনিশ
'ঐ চোখ দুটিকে আমি কি বলব?' হয়তো কখনো কবিতার ভাষায় কিছু মনে আসবে।

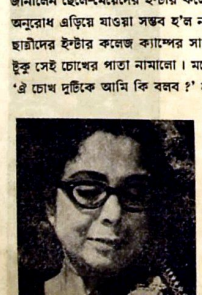

এই মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছে, কি একটা দূর পারের রহস্য
যেন আছে। অথচ যে চোখে এমন রহস্য থাকে,
তার বয়সটা যেন টুকুর নয়। অথবা সে বুঝি ভুল দেখছে।
টুকুর চোখ একটু দীপ্ত হ'ল। একটু যেন লজ্জা পেল।
অনিশের অনুরোধ উপেক্ষা করার নয়।
সে গাইল—'কী গাব আমি, কী শুনাব আজি আনন্দধামে...।'
গান শেষ হলে টুকু, অনিশের দিকে তাকাল।
মুহূর্তের মধ্যে ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল,
যে হাসিটি এতক্ষণ ওর মুখে ছিল না। পরদিনই টুকুর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনিশের। টুকু তাঁর
দলবল নিয়ে এগিয়ে আসে। অনিশকে ধরে নিয়ে যায় জলে। এইভাবে হৈচৈ করতে করতে ক'টা দিন
কেটে গেল। ইণ্টার কলেজ ক্যাম্প শেষ হ'ল। ছেলে-মেয়েরা সব চলে গেল।
রয়ে গেল টুকু। কারণ, ওরা আলাদা এসেছে। ওর মা, কাকা, ছোট বোন, দাদা, এবং দাদার
একবন্ধু। উঠেছে ট্যুরিষ্টলজে। অনিশের সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিল টুকু।
সেদিন সন্ধ্যায় ছাত্রীদের ক্যাম্পে দেখা টুকুর সাথে—বিদেশী পোষাকে নৃত্যরতা
টুকুর মিল খুঁজতে চেষ্টা করেন অনিশ।
একদিন টুকুর সঙ্গে অনিশ ট্যুরিষ্টলজে এসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হয়। এবং
পারিবারিক অবস্থাটা আঁচ করতে পারে। ফলে টুকুর প্রতি অনিশের সহানুভূতি বাড়তে থাকে।
টুকুর অসহায়, দুঃখী জীবনটা অনেকটা সমুদ্র তীরের মতো। অনিশের চোখে টুকু, বিকেলের বুকে
একটি ভোরের ফুল। কিন্তু বিকেলের বুকে ভোরের ফুলটি যেন কীটদুষ্ট।
যে কীট আজকের সমাজ এবং এই সমাজজাত পরিবার।
টুকু অনিশের কাছে ছুটে আসে যখন তখন। একসাথে স্নানে যায়, বেড়াতে যায়।
কপালকুণ্ডলারমন্দির দেখতে যায়—
সেখানে মন্দিরের পুরোহিত ওদের স্বামী-স্ত্রী মনে করায় টুকুর মনে রোমাঞ্চের
সৃষ্টি হয়। চরম কিছু ঘটে যাওয়ার আগে অনিশ নিজেকে সামলে নেন। টুকুর বিহ্বলতা কাটে না।
জীবনের আকস্মিকতা বড় বিচিত্র।
তাকে কোন ছকেই বাঁধা যায় না। টুকুর সাময়িক পরিবর্তনকেও
অস্বীকার করতে হয়।
অনিশ বলেন : আমি তোমাকে ঘৃণা করিনা টুকু, বিশ্বাস কর।
তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে।...
"তাহলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?"
তা হয় না টুকু। আমি এক পড়ন্ত বেলার পথিক, তুমি হ'লে
ভোরের ফুল...আমাদের জীবনের ছন্দ মিলবে না...
জীবনে একদিন আলোর সন্ধান তুমি পাবেই...আমাকে তুমি
চোখের জলে বিদায় দিও না টুকু, একটু হাসো...হাসো...।
তখন টুকুর চোখ দুটি ছল ছল। চেতনার আবর্তে
অতীত অনুভবের মুহূর্তগুলো মনে পড়ে তার। একটা অসহায়
অবস্থা তাকে যেন তীব্র স্রোতধারার মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে।

যে ধারাটিতে অনিশের
দুহাতের ছোঁয়া আছে।
টুকু হাসে, নীরবে...।
অনিশের গাড়ী এগিয়ে
যায়। দূরে, দূরে, আরো
দূরে—চোখ থেকে
বিন্দু বিন্দু অশ্রু
ঝরতে থাকে অনিশের।

গান। এক

কথা। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

"—দীঘা-দীঘা-দীঘা
কে যাবে কে যাবে কে যাবে ?"
ওই ডাকছে শুনি ডাকছে
নীল সমুদ্র ডাকছে
চলো চলো চলো চলো বেড়িয়ে পড়ি !
হিস্ট্রি সিভিক্স্ ম্যাথামেটিক্স্
লিটারেচার ইকনমিক্স্
মেটা ফিজিক্স্ পলিটিক্স্
জিওলজি বোটানি ফিজিক্স্ !
ফেলে দিয়ে চলো চলো চলো বেড়িয়ে পড়ি !
ট্রাম-বাস-টেম্পোর
যন্তর-মন্তর কুৎসিৎ-সুন্দর
এই কোলকাতা ছাড়িয়ে
যাই হাওড়া ব্রিজটা পেরিয়ে
বম্বে রোডের পথ ধরি
মরি মরি, ডাকছে আমায় দীঘা-সুন্দরী !
দীঘার দিগন্তে কী নীল নীল নীল-আকাশ
দীঘার ঝাউ বনে কত কত ফিস্‌ফাস্ !
দীঘার সমুদ্র কত বেশী নীল
দীঘার দুজনে হয় কত বেশী মিল
মরি মরি, ডাকছে আমায় দীঘা-সুন্দরী ॥

গান। দুই

কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃতনামে ॥
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা,
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ তোমার মধুর প্রেমে ॥
তব নাম লয়ে চন্দ্রতারা অসীম শূন্যে ধাইছে—
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল
তোমার কিরণে সদা চলচল,
তোমার অমৃত সাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরাম ॥

বিকেলে ভোরের ফুল সংগীত

গান। তিন

কথা। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ওই ঝাউপাতা যেমনটি দুলছে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ সুর তুলছে
আমারো মনেতে বাজে সেই সুর
কেউ শুনছেনা, কেউ মানছেনা।
"আহা বেচারী।"
"সরি ম্যাডাম সরি।"
ওই পাখীগুলো যতদূরে উড়ছে
শুধু শুধু বিনা কাজে ঘুরছে
আমারো মনটা গেছে ততদূর।
কেউ দেখছেনা, কেউ জানছেনা।
"অবস্থাটা সঙ্গীন।"
"প্লিজ্ ওয়েট ডালিং।"
থেকে থেকে যেমনটি তীরভূমি কাঁপিয়ে
ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ পড়ে এসে ঝাঁপিয়ে
আমিও তেমন করে হতে পারি বন্ধুর।
কেউ ভাবছেনা, কেউ বুঝছেনা।
"দ্যাট্স্ রাইট্, উই নো।"
"এরই নাম দুঃস্বপ্ন।"
ঝিকি মিকি রোদ্দুর আঁধারকে তাড়িয়ে
যেমন আলোর ছুটি নেয় আরো বাড়িয়ে,
তেমনি আমারো ছুটি হতে পারে মঞ্জুর ॥
কেউ বুঝছেনা, কেউ ভাবছেনা ॥
"লেট্ আস্ ওয়েট্, এণ্ড সি।"
"হতে পারে কত কী ॥"

গান। চার

কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না-হারা ॥
জীবন জুরে লাগুক পরশ, ভুবন বেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা ॥
হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার ॥
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা ॥

কে. এল. কাপুরের পরিবেশনায় অন্যান্য ছবি.....

মেঘ ও রৌদ্র
এখনই
শেষপর্ব
শ্রীমান পৃথ্বীরাজ

কে. এল. কাপুর প্রচার বিভাগ
১১ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ কলকাতা ১৩
থেকে প্রকাশিত।

এসডি প্রিন্টার্স কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত।